দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 MAY 1999

পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 1

রাজধানীতে রাজউকের ভাঙচুর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিজয় নগরে চয়নিকা বিদ্যাপীঠও এই ভাঙচুর থেকে রক্ষা পায়নি। ফলে এলাকার শতাধিক দুঃস্থ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হতে বসেছে

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে

সমস্যার অন্ত নেই

॥ সেলিম ফরাজী ॥

ফরিদপুর ঃ প্রকৃতির এক মনমাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে জেলা শহর থেকে পাঁচ কিঃ মিঃ দূরে ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। লালের মোড় পার হলেই কলেজে যাওয়ার জন্য এক মনোরম রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বের বৃক্ষমালা প্রকৃতির দুঃসহ রোদ থেকে দেয় দারুণ স্বস্তি। রাস্তার দু'পার্শ্বের দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া যায় ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। এ কলেজটিতে একটি শিক্ষা বৎসরে চারটি প্রযুক্তি কোর্সে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে থাকে। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান খামখেয়ালীপনা পূর্ণ করতে এবং বিভিন্ন সমস্যার বেড়াজালে পড়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে।

প্রধান সমস্যা ঃ অবশ্য ইনস্টিটিউটের প্রধান সমস্যাটি সারাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে সেশন জট। এমনিতেই একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি হবার এক বছর পর ক্লাশ শুরু হয়। তার উপর আবার সেশন জটের ফলে ২-৩টি অমূল্য শিক্ষা বৎসর জীবন থেকে ঝরে পড়ে।

ছাত্রাবাস সমস্যা ঃ কলেজের ৫০০ জন ছাত্রের জন্য দু'টি হোস্টেল-এর আসন সংখ্যা মাত্র ২৫২টি। অবশ্য ৮ জন মহিলার জন্য ১টি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। বাদবাকী দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রদের থাকতে হয় ইনস্টিটিউটের বাইরে জীর্ণ কুটিরে। আবাসিক সমস্যা সমাধানে অতি শিগ্গির আরো দু'টি হোস্টেল নির্মাণ জরুরী। কলেজ শহর থেকে ৫ কিঃ মিঃ ছাত্রদের আনা-নেয়া এবং শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার সুবন্দোবস্তের জন্য একটি ভাল স্কুলে অধ্যয়নের জন্য দু'টি বাস বরাদ্দের একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পড়ালেখার জন্য এ এলাকায় ভাল কোন স্কুল নেই।

শিক্ষক সমস্যা ঃ ইনস্টিটিউটের চারটি প্রযুক্তি কোর্সে হিসেব অনুযায়ী শিক্ষকের অভাব। প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষক সংকট লেগেই রয়েছে, বিশেষ করে শক্তি কৌশল বিভাগে শিক্ষকশূন্যতা বেশী। ছাত্রদের শিক্ষার পথ সুগমের জন্য শিক্ষকশূন্যতার অবসান দরকার।

লাইব্রেরী সমস্যা ঃ লাইব্রেরীতে বই-এর সংকট লেগেই আছে। ১টি বই ৮-৯ জন ছাত্রের গ্রুপ করে বরাদ্দ করা হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন, ১টি বই দিয়ে কি করে ৮-৯ জন ছাত্রের চাহিদা মেটে এবং এ ছাড়া ইনস্টিটিউট-এর জন্য পঠিত বই বাজারে সরবরাহ আশাব্যঞ্জক হয়। এ ছাড়া লাইব্রেরীতে দৈনিক পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা নেই।

খেলাধুলা ঃ কলেজের বার্ষিক প্রতিযোগিতা ছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আর কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। আন্তঃবর্ষ ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল প্রতিযোগিতা কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হওয়া প্রয়োজন। ইনস্টিটিউটের একমাত্র খেলার মাঠটি নীচু হওয়ায় অল্পতেই পানি জমে মাঠটি খেলার অযোগ্য হয়ে যায়। তাই মাঠটি মাটি দ্বারা ভরাট করে খেলাধুলা চর্চা আরও ত্বরান্বিত করা দরকার।

সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সর্বদা উদাসীন মনে হয়, বিশেষ করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে কলেজের কর্মসূচী থাকা উচিত। সাহিত্য সংস্কৃতি ও সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ১টি অডিটোরিয়াম স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

স্থানীয় প্রভাব ঃ কলেজে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্রদের মাঝে-মধ্যেই স্থানীয় কিছু বখাটেদের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়। এরা জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে থাকে। দিতে ব্যর্থ হলে লাঞ্ছনা সইতে হয়। এমনকি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তারা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ থেকে তাড়িয়ে দেবার এবং হত্যার হুমকি দেয়।

নিরাপত্তার অভাব ঃ যেহেতু কলেজ শহর থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত সেহেতু কোন ঘটনায় প্রশাসনের ত্বরিত সহযোগিতা পাওয়া যায় না। ফলে স্থানীয় শান্তিকামী জনগণসহ ছাত্ররা মাঝে-মধ্যেই সমস্যার ধূম্রজালে আটকে পড়ে এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। সকলের দাবী কলেজের পার্শ্বেই অতি শিগ্গির ১টি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করা হোক।